যুগান্তর

তারিখ 05 FEB 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ফের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আলটিমেটাম

যুগান্তর রিপোর্ট

'ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর' পদ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনরত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নতুন করে সরকারকে আলটিমেটাম দিয়েছেন। এ সময়ের মধ্যে দাবি আদায় না হলে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবেন তারা। লাগাতার কর্মবিরতি স্থগিতকালে ১৯ জানুয়ারি প্রথম দফা আলটিমেটাম দিয়েছিলেন এসব শিক্ষক। সেই আলটিমেটাম বুধবার শেষ হয়। এরপর বৃহস্পতিবার বৈঠক শেষে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন এ নতুন আলটিমেটাম দেয়।

তিন সিনিয়র সচিব নির্ধারণ করবেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ভাগ্য। নতুন পে-স্কেলের বিষয়ে এসব শিক্ষকের আপত্তি ও সমস্যা চিহ্নিত করে তারা মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য পেশ

শিক্ষকদের : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

শিক্ষকদের : আলটিমেটাম

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করবেন। এর ওপর সুপারিশ চূড়ান্ত করবে মন্ত্রিসভা কমিটি। শিক্ষা এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। সূত্রগুলো আরও জানায়, সমস্যা খুব দ্রুত সমাধানের জন্য খোদ সরকারপ্রধানের পক্ষ থেকে তিন সচিবের ওপর চাপ আছে। যে কারণে এ নিয়ে তারা (সচিব) বিভিন্ন পর্যায়ে ঘন ঘন বৈঠক করছেন।

পে-স্কেলের সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ৪ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী তিন সিনিয়র সচিবকে দায়িত্ব দিয়েছেন। তারা হলেন— প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাহবুব আহমেদ।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে পে-স্কেলের বিষয়ে আমরা বিভিন্ন পর্যায়ের দাবি ও সমস্যা চিহ্নিত করার কাজ করছি। গোটা বিষয় এবং দাবি পর্যালোচনা করে আমরা প্রতিবেদন দেব। আমাদের কাজ এটুকুই। আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নেব না।'

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতারাও এ বিষয়টি জানেন। ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল বলেন, শিক্ষকদের দাবি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, সরকারের পদস্থ সচিব এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা হয়েছে। এসব আলোচনা শেষে আমাদের উপলব্ধি হচ্ছে, আমরা একটা সম্মানজনক সমাধানের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। কিন্তু সেটা নির্ভর করছে আমলাদের মধ্যে যারা আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন তাদের ওপর।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সিনিয়র কর্মকর্তা বলেন, 'এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে, শিক্ষকদের প্রাপ্য গ্রেড-১ দেয়া হবে। নতুন দাবি ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর সুপারিশে থাকবে কিনা, সেটি এখনও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। এ নিয়ে বৈঠকে দরকষাকষি করতে শুনেছি। শিক্ষকরা মোট অধ্যাপকের ৫ শতাংশ চাইছেন। কিন্তু মাত্র ১টি দেয়ার কথাও বিপরীত দিক থেকে বলা হচ্ছে। শিক্ষকরা দিনে কতটুকু সময় দায়িত্ব পালন করেন, আর সিনিয়র সচিবরা কতটুকু সময় কাজ করেন— তা নিয়েও তুলনামূলক আলোচনা শুনেছি বৈঠকে।' এ কর্মকর্তা বলেন, 'তবে এমন ঘটলে সমস্যার যে নিরসন হবে না, সেটি বলাই যায়। তাই সচিব পর্যায়ের সুপারিশের দিকেই আমরা তাকিয়ে আছি। মন্ত্রণালয় মনে করে, সমস্যা সমাধান হয়ে যাক।'

অর্থমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি এবং বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেলে প্রতিফলিত না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের ডাকে ১১ জানুয়ারি থেকে লাগাতার কর্মবিরতি পালিত হয় ৩৭ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরে প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯ জানুয়ারি কর্মবিরতি স্থগিত করা হয়। তবে ওইদিন তারা ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আলটিমেটাম দেন। এই আলটিমেটাম এবং দাবি আদায়ের অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যেই বৃহস্পতিবার ফেডারেশনের বৈঠক ডাকা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে বেলা ১১টায় বৈঠক শুরু হয়। সোয়া দুই ঘণ্টা বৈঠক শেষে সোয়া ১টার দিকে সংবাদ সম্মেলন করে ফেডারেশন। এতে সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল বক্তব্য দেন।

ফরিদউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আজকে ৩৭ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ১৯ জানুয়ারি মিটিং করে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় দিয়েছিলাম। আমরা সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। সেই আলোচনা অগ্রগতির দিকে যাচ্ছে। আমরা আশাবাদী। তবে এ কথাটি আমি স্পষ্ট করে বলি, আমরা আন্দোলনে আছি, থাকব।'

অধ্যাপক কামাল বলেন, 'যেহেতু আলোচনা চলছে, আমরা আমাদের কর্মসূচি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বর্ধিত করছি। এর মধ্যে যদি সমস্যাটির সম্মানজনক সমাধান হয়, তবে এর সঙ্গে জড়িত সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাব। আর যদি না হয় তাহলে আন্দোলনের সার্বিক অগ্রগতি এবং কর্মসূচি পর্যালোচনা করে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।' এ শিক্ষক নেতা বলেন, '২ ফেব্রুয়ারি ইউজিসির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত তিন সিনিয়র সচিব এবং শিক্ষা সচিবসহ চারজনের আলোচনা হয়। পরবর্তী আলোচনার জন্য ১১ তারিখ নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে দিন এগিয়ে ৭ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করা হয়। এ থেকে প্রমাণিত হয়, প্রধানমন্ত্রী আমাদের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল রয়েছেন। এজন্য আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ।'